প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

সুবিচার ত্বরান্বিত করার জন্য চাই কমপিউটার

গোলাম নবী জুয়েল

কমপিউটার আইনজীবীর বিকল্প নয়। হতেও পারে না। কারণ 'আইনের চর্চা' এমনই একটা শিল্প যেখানে শৈল্পিক ভাবমূর্তি আনতে হয় একজন আইনজীবীকে নিজের বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে। তাকে মক্কেলের সাথে কথা বলতে হয়, চিন্তা করতে হয়, সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করতে হয় অতঃপর সমস্যা সমাধানের কৌশল নির্ধারণ করতে হয়।

তবুও কমপিউটার ব্যবহারকারী আইনজীবীর সাথে কমপিউটার ব্যবহার করেন না এমন একজন আইনজীবীর দুস্তর ব্যবধান রয়েছে। কারণ কমপিউটার একজন আইনজীবীকে দিতে পারে নানামুখী জটিল তথ্যের ভিতর বিচরণের অবাধ সুযোগ। তথ্য রাজি, চার্ট-গ্রাফিক্সসহ জটিল মাত্রায় বিচরণের সুযোগ কমপিউটার ব্যবহারকারী আইনজীবীর যুক্তি তর্ককে করে তোলে শাণিত যা অব্যবহারকারী কল্পনাও করতে পারেন না। একজন কমপিউটার ব্যবহারকারী আইনজীবী অনায়াসেই অব্যবহারকারীকে টপকে যেতে পারে এবং মামলা তথা আদালতে তৈরী করে নিতে পারে নিজের শক্ত ভিত। আর এভাবেই মামলায় জিতে যায় কমপিউটার ব্যবহারকারী আইনজীবী।

একজন বিচারকের বেলায়ও কথাটি সত্যি। প্রচলিত পদ্ধতিতে একটি মামলার রায় কি হবে সে সিদ্ধান্ত নিতে বিচারকের দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করতে হয় ব্যক্তিগত লাইব্রেরী বা আইন বিষয়ক বিশেষ লাইব্রেরীতে। কারণ বিচারক যে তথ্যটি পেতে চান সেটি হয়তো ঐ লাইব্রেরীর অসংখ্য বইয়ের কোথাও আছে। কিন্তু কোথায় আছে তা জানার জন্য প্রচুর সময়ের প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু কমপিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে একজন বিচারক বাদী-বিবাদীর যুক্তিতর্কের মূল্যায়ন করতে পারেন, তড়িৎ জেনে নিতে পারেন প্রায় কাছাকাছি পুরনো মামলাগুলোর রায়। তারপর ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে ব্যয়িত সময়ের তুলনায় অনেক কম শ্রম ও সময় ব্যয়ে মামলার রায় ঘোষণা করতে পারেন।

সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে ফোর্ড ফাইন্ডেশনের দেয়া ৫টি কমপিউটারের মাধ্যমে আমাদের দেশে আদালতের কমপিউটারায়নের প্রাথমিক কাজ শুরু হলেও প্রতিবেশী ভারতসহ উন্নত বিশ্ব আইন ও বিচার বিভাগের প্রয়োজনে কমপিউটার ব্যবহারে অনেকপথ পাড়ি দিয়েছে। কতটা পথ পাড়ি দিয়েছে তা বোঝার জন্য এখানে তিনটি দেশের উদাহরণ দেয়া হলো।

জার্মানী ঃ

১৯৭৩ সালে পশ্চিম জার্মানীর বিচার মন্ত্রণালয় পরীক্ষামূলকভাবে আইন বিষয়ক একটি কমপিউটারাইজড তথ্য ব্যাংক গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৮৪ সালে এটির পরিধি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয়। পরের বছর এটিকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তৈরী হয় সম্পূর্ণ সরকার নিয়ন্ত্রিত কোম্পানী GmbH. নবগঠিত কোম্পানী ডাটা ব্যাংকে জমাকৃত তথ্য অর্থের বিনিময়ে আইনজীবীদের সরবরাহের মাধ্যমে আইন চর্চাকে সহজ করে তুলল। এরপর আইন জানার উৎসাহ থেকে ক্রেতার গণ্ডি আইনজীবীদের ছাড়িয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী সংস্থা, কোর্ট, বিশ্ববিদ্যালয়সহ নানান পেশাজীবি মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল। তথ্য পেতে ক্রেতাকে তথ্য ব্যাংকে উপস্থিত হওয়ার দরকার হয় না। নিজস্ব পাসওয়ার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে ঘরে বসে নিজের পিসিতে সে তথ্য পেয়ে যান।

জার্মানীর কেন্দ্রীয় ডাটা ব্যাংকে এখন ৩২ বিলিয়নের অধিক বর্ণ সংরক্ষিত আছে। এটি ১৪ মিলিয়ন টাইপ করা পৃষ্ঠার সমান তথ্য। এই ডাটা ব্যাংকে ২৬০০০ রায় এবং সমপরিমাণ বিশেষজ্ঞ কাগজ সংরক্ষণ করা আছে। এছাড়াও ২৮০০০ প্রশাসনিক নিয়মকানুন এবং ৪৩০০০ আইন ও সংবিধিবদ্ধ আইনের তথ্য সংরক্ষণ করা আছে। এবং প্রতিবছর আরো প্রায় ১৭০০০ রায় এতে সংযোজিত হচ্ছে। আইন বিশেষজ্ঞরা এই ব্যাংক ব্যবহার করে যে কোন সময়ের তুলনায় বেশী উপকৃত হচ্ছেন। বিশ্বের ১৮০টি জার্নালসহ মোট ১১৩০টি প্রকাশনা থেকে নিয়মিতভাবে এতে ডাটা এন্ট্রি করা হচ্ছে। ডাটা ব্যাংক তৈরীর পরবর্তী সময়ের আদালতের মামলার রায় এতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নথিভুক্ত হচ্ছে।

একাজে প্রাথমিকভাবে জার্মান সরকারকে বিনিয়োগ করতে হয়েছে মাত্র ৬ কোটি ১০ লাখ মার্ক এবং লোক লেগেছে মাত্র ৪০ জন।

এর সেবার মানে ব্যবহারকারীরা কতটা সন্তুষ্ট তা বোঝার জন্য ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে ব্যবহার করছেন এমন একজন ব্যারিস্টার পিটার কর্টের মতে ডাটা ব্যাংক 'জুরিস' যদি বলে 'নির্দিষ্ট ঐ বিষয়টিতে তাদের ওখানে কোন রায় নেই' তবে বুঝতে হবে ঐ বিষয়ে জার্মানীতে আর কোন তথ্য পাওয়া যাবে না। কর্ট তার দৈনন্দিন প্রয়োজনে নেটওয়ার্ক ব্যবহারের দ্বারা অন্য দেশের ডাটা ব্যাংকও ব্যবহার করে থাকেন। তার মতে, আগে যে বিষয়টি জানতে কমপক্ষে ছয় মাস লাগত এখন কমপিউটারের কল্যাণে ১০ মিনিটের মধ্যে কাংখিত তথ্যটি জানা যাচ্ছে।

তিনি বলেন, 'ডাটা ব্যাংকগুলো কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারে না কিন্তু দিতে পারে প্রচুর তথ্য।' তাই কর্টের মতে এগুলো হলো, 'বুদ্ধির বিকাশ কেন্দ্র'।

যুক্তরাষ্ট্র ঃ যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় ফার্মগুলোতে কর্মরত প্রতি চারজন আইনজীবীর তিনজন কমপিউটার ব্যবহার করছেন। এবং প্রত্যেকেই ফোন ব্যবহার করছেন। তথ্য প্রকাশকারী জরীপ সংস্থার মতে গত সাত বছরে আইনজীবীদের মধ্যে কমপিউটার ব্যবহারের যে ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা যদি অব্যহত থাকে তবে আগামী ২/৩ বছরের মধ্যে ব্যবহারের তুলনায় ফোনের সাথে কমপিউটারের কোন পার্থক্য থাকবে না।

জরীপ সংস্থাটি ১৯৮৫ সাল থেকে নিয়মিতভাবে যুক্তরাষ্ট্রের ৫০০ বৃহৎ আইন প্রতিষ্ঠানের উপর জরীপ কাজ চালাচ্ছে। জরীপ থেকে জানা যায় গত সাত বছরে ওয়ার্কস্টেশন ব্যবহারকারী আইনজীবীর সংখ্যা ৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭০ শতাংশ হয়েছে। ১৯৮৫ সালে আইনজীবীদের টেবিলে স্থাপিত ছিল মূলতঃ ওয়ার্ক স্টেশনগুলো কিন্তু এখন যতজন কমপিউটার ব্যবহার করছেন তাদের ৮৪ শতাংশ ব্যবহার করছেন পিসি।'

জরীপকৃত ২৫২১২ জন আইনজীবীর মধ্যে ১৭৬৯২ জন ডেস্কটপ, ৪৪৪ জন ল্যাপটপ এবং ৪৫০ জন নোটবুক কমপিউটার ব্যবহার করেন। ১৯৯২ সালের সর্বশেষ জরীপ তথ্য থেকে জানা যায় ৮৮ শতাংশ আইনজীবীর কমপিউটার লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত। যে সংখ্যা ১৯৯০ ও ১৯৯১ সালে ছিল যথাক্রমে ৫৬ শতাংশ ও ৮৪ শতাংশ। এদের মধ্যে আবার ৪৫ শতাংশ আইনজীবী সিডি-রম টুলস্ ব্যবহার করেন।

আইনজীবীরা মূলতঃ তাদের গবেষণা এবং প্রস্তুতি কর্মে কমপিউটার ব্যবহার করে থাকেন। ৮৭ শতাংশ এটর্নী ওয়ার্ড-প্রসেসিংয়ের কাজ নিজেরাই করেন। ওয়ার্ডপ্রসেসিংয়ের কাজে ৭৫ শতাংশ আইনজীবী ওয়ার্ডপারফেক্ট সফটওয়্যার ব্যবহার করেন। বাকীরা ব্যবহার করেন ওয়াং।

জার্মানীর মত আমেরিকাতেও আইন বিষয়ক ডাটা ব্যাংক রয়েছে। অন্যতম প্রধান ডাটাব্যাংকগুলো হলো লেক্সিস (Lexis)/নেক্সিস (Nexis) এবং ওয়েস্টল। আইন প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশই লেক্সিস/নেক্সিস এবং ওয়েস্টল-এর সদস্য। জরীপের সর্বশেষ ফল থেকে জানা যায় ৯৭ শতাংশ প্রতিষ্ঠান লেক্সিস/নেক্সিস এবং ৯৫ শতাংশ প্রতিষ্ঠান ওয়েস্ট 'ল ব্যবহার করে থাকে।

আইনজীবীদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের পাশাপাশি আইন প্রতিষ্ঠানগুলো আলাদা কমপিউটার ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় মামলার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্যভান্ডার গড়ে তোলে। এজন্য তারা যুক্তি নির্ভর ও তথ্য বহুল উপস্থাপনার স্বার্থে গ্রাফিক্স সফটওয়্যার প্রোগ্রাম ব্যবহার করে। এমনকি তারা 'if-then' লজিক ব্যবহারের মাধ্যমে যুক্তিও খুঁজে পায় কমপিউটারে।

হংকং ঃ হংকংয়ে রয়েছে একটি আইন বিষয়ক ডাটাবেজ। এতে দেশের প্রচলিত সব আইনের ধারা এবং পূর্ববর্তী সব মামলায় রায় দুটি ভাষায় রাখা হয়েছে। যে কেউ ইচ্ছেমত ইংরেজী কিংবা চীনা ভাষায় এর থেকে যে কোন তথ্য তার নিজস্ব পিসিতে নিতে পারে। আবার সরাসরি প্রিন্ট নেয়ারও সুবিধা রাখা হয়েছে। এ কাজে 'বাইলেংগুয়াল লেজিটেশন ইনফরমেশন সিস্টেম' সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হয়।

ভারত ঃ

ভারতের সুপ্রীম কোর্ট অনিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলে সমাধানের উপায় কি নির্ধারণের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আদালতকে কমপিউটারায়নের সিদ্ধান্তটি চূড়ান্ত করে নেয়। এ কাজে সর্বোচ্চ সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে প্রাপ্ত মানব সম্পদ ও অর্থ সম্পদকে কাজে লাগানোর দায়িত্ব দেয়া হয় ভারতীয় ব্যবস্থাপনা ইন্সটিটিউটকে। তাঁদের কাজ হলো দেশের সবগুলো আদালতকে স্যাটেলাইট ও কমপিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবহারের আওতায় নিয়ে আসা।

আশা করা হচ্ছে নব প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে ভারতের আদালতগুলো এতটাই কর্মশীল হয়ে উঠবে যে আগামী কয়েক বছর পরে কোন মামলাই নিস্পত্তি হতে যুক্তিসঙ্গত সময়ের বেশী লাগবে না। অবশ্য

ইতিমধ্যে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের ১৪০০ কর্মচারীর সমস্ত কাজকর্ম কমপিউটারে সমাধা করার বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে। দেশজুড়ে আদালত কমপিউটারায়নের কাজটি এখন চলছে।

ভারতীয় আইনজীবীরা অনেকদিন ধরেই ব্যক্তিগত পর্যায়ে কমপিউটার ব্যবহার করছেন। শুধু তাই নয় কমপিউটারের মাধ্যমে নিজ দেশে বসে অন্য দেশের আইনসংস্থার জন্যও তাঁরা কাজ করছেন।

বাংলাদেশের আদালতে কমপিউটারায়ন

একটি আইন প্রতিষ্ঠান বা একজন আইনজ্ঞের সবচেয়ে বড় সম্পদ তার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা। এক্ষেত্রে ই-মেইল কার্যকরী এক ভূমিকা পালন করতে পারে। ই-মেইল সমমনা আইনজীবীদের মতবিনিময়ের এক অফুরন্ত সুযোগ এনে দেয়। এতে দু'পক্ষই তাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করতে পারে। শুধু তাই নয় ই-মেইল আইনজ্ঞকে সুযোগ দেয় অন্যের সাথে আলাপকে ধারণ করতে, বিশ্বের নানান প্রান্ত থেকে তথ্য পেতে এবং প্রাপ্ত তথ্যকে মামলা, বিষয়, ব্যক্তি বা অন্য যে কোন ইচ্ছা অনুযায়ী সাজাতে। সকলেরই জানা ই-মেইলের মূল সুর বাঁধা কমপিউটারে বা কমপিউটার প্রযুক্তিতে।

কমপিউটার এমনই একটা প্রযুক্তি যার মাঝে লুকিয়ে থাকে অপরিমেয় শক্তি যাকে দক্ষতার সাথে শুধুমাত্র ব্যবহারের উপায় জানতে হয়। যেহেতু মানুষই কমপিউটারের স্রষ্টা তাই অনেকে জানে একে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে। যারা জানে না কিন্তু জানার চেষ্টা করে কমপিউটার তাদের জন্য আর্শীবাদ হয়ে ধরা দেয়।

এপ্লিকেশন ইন্টিগ্রেশন বা কতগুলো এপ্লিকেশনের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে একজন আইনজীবী তার জ্ঞানকে বহুমাত্রায় বিকশিত করতে পারে। কতটা যে পারে তা বাংলাদেশের মুষ্টিমেয় আইনজীবী ছাড়া অন্যদের জানেও তা কুলোবে না। কমপিউটারের ব্যবহারের একটি উদাহরণ দেয়া যাক। ধরুন একজন আইনজীবী মামলা পরিচালনা করুন বা না-ই করুন তিনি মামলার বিবরণ শোনার জন্য মক্কেলের নিকট হতে ফি বাবদ নেন পাঁচ হাজার টাকা। এদের মধ্যে যাদের মামলা তিনি গ্রহণ করেন তাদের নিকট হতে প্রথম কিস্তিতে নেন ৫০,০০০ টাকা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিস্তিতে নেয়া অর্থ সবার বেলায় সমান থাকে না।

এই আইনজীবী ভদ্রলোক যদি তার আয়ের এই জটিল দিকগুলো স্প্রেডশীট প্রোগ্রাম ব্যবহার করে কমপিউটারে সংরক্ষণ করেন তবে বছর শেষে চাইলেই তিনি মুহূর্তের মাঝে জানতে পারবেন কতজনের মামলার বিবরণ তিনি শুনেছেন, কতজনের মামলা তিনি গ্রহণ করেছেন, কার কাজ থেকে কত টাকা কত কিস্তিতে পেয়েছেন, এখনো কার নিকট টাকা বকেয়া আছে ইত্যাদি তথ্য।

এমন আরো হাজারো উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব একটি কমপিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে একজন আইনজীবী তার মূল্যবান সময় ও মেধাকে অপ্রয়োজনীয় কাজে থেকে বাঁচিয়ে নিজের, জাতির ও দেশের উন্নয়নে কাজে লাগাতে পারেন।

এতো গেল আইনজীবির কথা। এবার দেখা যাক বাংলাদেশের আদালতে কেন কমপিউটার ব্যবহার করা হবে।

আমরা জানি মামলা মোকাদ্দমা দ্রুত ও নিরপেক্ষ নিস্পত্তির লক্ষ্যে বিচারক ও আইনজীবীর মধ্যে সমন্বিত উদ্যোগ অপরিহার্য। কারণ বাদী এবং বিবাদী জানেন কে দোষী। উকিল বা আইনজ্ঞ অর্ধেক জানেন। বিচারক কিছুই জানেন না। জানার জন্য তাকে মামলার বিবরণী পড়তে হয়, দু'পক্ষের যুক্তি তর্ক শুনতে হয় অতঃপর ঢাউস ঢাউস বই ঘেটে আইনের ধারা খুঁজে পেতে হয়। এখানেই শেষ নয়। রায় ঘোষণার আগে সমপর্যায়ের মামলাগুলোতে কমপক্ষে ২০ বছর আগে কি রায় দেয়া হয়েছিল তা যেমন জানতে হয় তেমনি ১০ বছর বাদে কি রায় দেয়া হতে পারে তাও চিন্তা করতে হয়। এটি কোন সহজসাধ্য ব্যাপার নয় যে কারণে একজন আইনজীবীর পক্ষে এক বছরে খুব বেশী সংখ্যক মামলার রায় ঘোষণা সম্ভব হয় না। আর চাইলেই বহু সংখ্যক বিচারক তৈরী করা সম্ভব নয়। তেমনি মামলা বা বিচার সংখ্যাকে চাইলেই কমিয়ে রাখা যায় না।

এই না পারার চরম ফল হলো দিনে দিনে অনিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি। বাংলাদেশের জেলা পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটি আদালতে অনিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে। এর পরিমাণ এতটাই যে দেশের জনগণ রীতিমত উদ্বিগ্ন। এর মারাত্মক প্রভাব লক্ষ্য করা যায় দেশের আইন শৃংখলা পরিস্থিতির উপর।

কথায় আছে 'জাস্টিজ ডিলেইড ইজ জাস্টিজ ডিনাইট' অর্থাৎ বিচারে বিলম্ব বিচারে বঞ্চিত করার শামিল। বিলম্বিত বিচার এদেশের একশ্রেণীর মানুষকে বিচারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছে, অন্য এক দলকে করে তুলেছে অপরাধপ্রবণ। যারা অপরাধপ্রবণ এবং জানে এদেশে মামলা হলে তার রায় হতে হতে এমনও হতে পারে যে তার জীবন পেরিয়ে যাবে সে তখন নির্দ্বিধায় অপরাধ করে।

অথচ এই ভয়ানক ব্যাধি থেকে দেশ ও সমাজকে মুক্ত করা সম্ভব। মানুষেরই আবিস্কৃত কমপিউটার নামক বুদ্ধিমান যন্ত্রটি বাংলাদেশের আদালতগুলোর উপর অতিরিক্ত মামলার বোঝা হ্রাস এবং এগুলোর দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে সব থেকে বড় হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। যেমনটা হয়েছে ভারত, ফ্রান্স, জার্মানীসহ পৃথিবীর অনেক দেশে।

আমাদের দেশে এমনটা হতে বাঁধা কোথায়? জানা যায়, সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ৩০ জুন পর্যন্ত বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ছিল ৫৩০৯৩টি। ১৯৯০ সালের শুরুতে এই সংখ্যাটি ছিল প্রায় ৩৫০০০, ১৯৯১ সালে প্রায় ৩৯০০০, ১৯৯২ সালে প্রায় ৪৫০০০, ১৯৯৩ সালের ৩০ এপ্রিলে ৫২২৮৮টি। এর মানে সময় যত যাচ্ছে বিচারাধীন মামলার সংখ্যাও বাড়ছে। এই মামলাগুলোর মধ্যে এমন অনেক মামলা আছে যা ১০/১২ বছর ধরে পড়ে আছে। কেবল জামিনের আবেদন শুনানি করতে ৬/৭ মাস লেগেছে এমন মামলার সংখ্যাও কম নয়। এমন ঘটনাও আছে যে, নিম্ন আদালতের রায়ে জেল খেটে আসামী খালাস হয়ে এসেছে কিন্তু তার আপীলের শুনানি হয়নি। আবার দেওয়ানী মামলার বেলায় এমনও হয় বাদী-বিবাদী লোকান্তরিত হয়ে যান, মামলার জোয়াল বয়ে বেড়ায় পরবর্তী বংশধর। এক হিসেব মতে, বর্তমান শক্তি-সম্বল নিয়ে চললে হাইকোর্টে বিচারাধীন মামলাগুলোর নিস্পত্তি হতে আরো কমপক্ষে ২০ বছর লাগবে। এর সাথে প্রতিদিনই নতুন নতুন মামলা যোগ হচ্ছে। সমস্যা কতটা ভয়াবহ এথেকে তা অনুমান করা যায়।

আরো আছে। প্রতিটি জেলাতে রয়েছে দেওয়ানী আদালত, প্রতি থানায় রয়েছে একটি করে পারিবারিক আদালত, এছাড়াও দেশে রয়েছে শ্রম আদালত, বন আদালত ইত্যাদি ইত্যাদি। দেশের সবগুলো নিম্ন ও উচ্চ আদালতে অনিস্পত্তিকৃত মামলাল সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে। ১৯৯২ সালে সংসদে এক প্রশ্নের উত্তরে আইনমন্ত্রী জানিয়েছিলেন সারাদেশে বিভিন্ন আদালতে প্রায় সাড়ে ৫ লাখ মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এতদিনে এই সংখ্যা নিঃসন্দেহে বেড়েছে।

মামলা নিস্পত্তির এই বিলম্ব যে কেবলমাত্র জনগণের আর্থিক ও মানসিক ক্ষতির কারণ হচ্ছে তা নয় এটি সরকারের ভাবমূর্তি যেমন নষ্ট করছে তেমনি সরকারী অর্থের ক্ষতির কারণও হচ্ছে। এক পরিসংখ্যান হতে জানা যায় মাত্র একটি জেলা পাবনাতে ২২৬০৮টি রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা নিস্পত্তির অপেক্ষায় পড়ে আছে। এসব মামলার বিপরীতে বকেয়া খাজনা দাবীর পরিমাণ প্রায় এক কোটি টাকা। সারাদেশের অবস্থা চিন্তা করুন।

এসব বিষয় সরকার যে জানেন না তা নয়। জানেন এবং জানেন বলেই একটা মাত্রায় তারাও

কোর্টরুমের কমপিউটার কেমন হবে?

যেখানে বাংলাদেশের আদালত কক্ষে এখনো কমপিউটার ব্যবহারই শুরু হয়নি সেখানে এটি কেমন হওয়া উচিত তা বলা বাতুলতা হতে পারে। কিন্তু যে দেশগুলোতে ব্যবহার হচ্ছে তারা কোর্টে ব্যবহারের জন্য কি ধরনের কমপিউটার পছন্দ করছেন তা অন্ততঃ জেনে নেয়া তো যেতে পারে।

বিদেশে আইনজীবিগণ আদালতে ব্যবহারের লক্ষ্যে কমপিউটার কেনার আগে যে বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দেন সেগুলো হলো ঃ

১) কমপিউটারটি হবে আকারে ছোট এবং হালকা অর্থাৎ ফাইল ব্রিফকেসের মতই বহনযোগ্য। সবথেকে ভাল হয় যদি এটিকে ব্রীফকেসে ভরে নেয়া যায়। এক্ষেত্রে নোটবুক-ই উত্তম।

নোট বুক কমপিউটারগুলোর ওজন খুব কম। এ জাতীয় কমপিউটার গুলো রিচার্জবল ব্যাটারী দিয়ে একবারে একটানা প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা ব্যবহার করা যায়।

২) যেহেতু ব্যাটারীর শক্তির উপর মূলত নির্ভর করতে হয় তাই কোর্টে ব্যবহার উপযোগী কমপিউটারটি কেনার আগে এটি কতক্ষণ এক ব্যাটারীতে চলে দেখে নেয়া দরকার।

৩) যে কমপিউটারগুলোর কীবোর্ড টিপলে শব্দ হয় কিংবা নানা ধরনের শব্দের জন্ম দেয় সেগুলো কোর্টে ব্যবহার করা ঠিক নয়।

৪) গতি একটি ব্যাপার। ত্বরিৎ তথ্য প্রদানে সক্ষম শক্তিশালী সিপিইউ সমৃদ্ধ কমপিউটার কোর্ট রুমে ব্যবহার করা উচিত। এজন্য কমপক্ষে ৩৮৬ এসএক্স কমপিউটার প্রয়োজন।

মামলা বা বিচার চলাকালীন সময়ে যে কমপিউটারটির উপর আইনজ্ঞ নির্ভর করবেন সেটি হঠাৎ নষ্ট হয়ে যেতে পারে (যদিও এমন ঘটনার কথা এখনো শোনা যায়নি) তবুও প্রস্তুতি থাকা ভাল। এজন্য যে ধরনের প্রস্তুতি নেয়া যেতে পারে। সেগুলো হলো –

১। দ্বিতীয় একটি কমপিউটারে একই তথ্য ও উপাত্ত হার্ডডিস্কে সংরক্ষিত করে রাখা।

২। আলাদা একটি ফ্লপি ডিস্কে একই বিষয় ব্যাক আপ করে রাখা।

৩। যে সব তথ্য কমপিউটার ইনপুট করা হয়েছে সেসব তথ্যের প্রিন্ট রাখা।

উদ্বিগ্ন।' তাইতো সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধক্রমে বিশ্বব্যাংকের অঙ্গসংগঠন 'ফরেন ইনভেস্টমেন্ট এ্যাডভাইজরি সার্ভিস' এক সার্ভে চালিয়ে যে প্রতিবেদন প্রণয়ন করে তাতে বিলম্বিত বিচার সমস্যা সমাধানের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়। বিদেশী বিশেষজ্ঞ দল অনিষ্পত্তিকৃত মামলার নিষ্পত্তি দ্রুত না হওয়ায় দেশের অর্থনৈতিক তৎপরতা ব্যাহত হচ্ছে বলে তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করে। তারা আদালতের নথি ও দলিল ইত্যাদি সংরক্ষণে কমপিউটার ব্যবহারের জোর সুপারিশ করে।

কমপিউটার ব্যবহার করে আক্ষরিক অর্থেই বিচারের গুণগত মান উন্নয়ন করা সম্ভব এবং সম্ভব অনিষ্পত্তিকৃত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি।

কিভাবে সম্ভব তা আরো একটু পরিষ্কার করা যেতে পারে। বিচারাধীন মামলার সংখ্যা বৃদ্ধির অনেকগুলো কারণের অন্যতমগুলো হলো বিচারকের স্বল্পতা, অযথা মামলার শুনানি মুলতবির প্রার্থনা, প্রচলিত আইনের বিধান অর্থাৎ এমন কতগুলো আইন আছে যাতে বিধান রাখা হয়েছে নিম্ন আদালতের যে কোন আদেশ ও রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা যায় আবার দেওয়ানী মামলায় জেলা জজের রিভিশন পিটিশন শুনানির ক্ষমতা না থাকার ফলে মামলা চলে আসে হাইকোর্টে, নিম্ন আদালতে এমন অনেক মামলা আছে যা সঠিক নথিপত্র সংরক্ষণের ও সময়মত প্রাপ্তির অভাবে দিনের পর দিন ঝুলে থাকে। মেট্রোপলিটন এলাকা এ থেকে ভিন্ন কিছু নয়। মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক জেনারেল ফাইল ও পুলিশ ফাইলের কাজ সম্পাদনের পর বিচার ফাইল নিষ্পত্তি করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। ফলাফল মামলার স্তূপ তৈরী। বিচারকদের বিরুদ্ধে কেউ কেউ অভিযোগ করেন 'তারা সময়মত কোর্টে হাজির হন না'। আর আইনজীবীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঃ কোন কোন আইনজীবী মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি হউক তা চান না কারণ দীর্ঘসূত্রিতায় আয় হয় বেশি।'

এমন হাজারো সমস্যার আকরে বন্দী আমাদের আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে সমস্যার বেড়াজাল মুক্ত করে দক্ষ ও মজবুতভিত্তির উপর দাড় করাতে বিশ্বস্ততার সাথে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে কমপিউটার।

এসব সমস্যা সমাধানে কমপিউটার যে ভূমিকা পালন করতে পারে তা হলো–

১। এটি বিচারকের কর্মদক্ষতা বাড়িয়ে স্বল্প সংখ্যক বিচারককে বৃহৎ শক্তিতে পরিণত করতে পারে।

২। নথিপত্রের সর্বোচ্চ সংরক্ষণ সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি দ্রুত সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারে।

৩। ধরন অনুযায়ী মামলার মোট সংখ্যা সংরক্ষণের পাশাপাশি মামলা অনিষ্পত্তিকৃত থাকার কারণ কি তাও জানাতে পারে।

৪। সমাজ পরিবর্তনের সাথে মিল রেখে আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

এগুলো করা সম্ভব হলে এদেশের আইন ও বিচার বিভাগের দক্ষতা বহুগুণে বেড়ে যাবে।

দেশের আদালত ও জনগণের জন্য এমন আরো অনেক কাজ কমপিউটারে করা সম্ভব। এবার জানা যাক এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দেশবরেণ্য ব্যক্তিদের কি মত?

আইন বিশেষজ্ঞদের অভিমত

আমাদের দেশের আদালত ও আইন ব্যবসায় কমপিউটারের ব্যবহার প্রসঙ্গে জানার জন্য স্বপেশায় সমুজ্জ্বল ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হই। তারা যা বলেছেন তা এমন–

প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি **আবদুর রউফ চৌধুরী** এ প্রসঙ্গে বলেন, 'আমাদের প্রস্তুতি হবে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য। আমরা কমপিউটার ব্যবহার করব ভবিষ্যত প্রজন্মের স্বার্থে। শুরুটা হবে এখন, কিন্তু এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার হবে ভবিষ্যতে। প্রস্তুতি হতে হবে দেশের জনশক্তি, মানবসম্পদ ও প্রেক্ষাপট বিবেচনায়। আমরা মামলার রেকর্ডগুলো কমপিউটারাইজড করতে পারি। দেরী হওয়ার জন্য কে দায়ী তা চিহ্নিত করতে পারি। তবে এখন যে বিশেষজ্ঞ আছে তা দিয়ে এটি সম্ভব নয়। একারণে মানবসম্পদ উন্নয়নে মনোযোগ দিতে হবে। একাজে দুটো জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন হবে। আইন বিষয়ক জ্ঞান ও কমপিউটার ব্যবহার জ্ঞান। সার্বিক অবস্থার বিবেচনায় কমপিউটার শিক্ষায় আরো জোর দেয়া প্রয়োজন।'

সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতি **কাজী গোলাম মাহবুব** বলেন, 'অনেক আইন ব্রিটিশ আমল থেকে চলছে। অনেক আইন আছে যার কোন প্রয়োগ নেই। আবার কিছু আইন আছে যেগুলো সচেতনতার অভাবে এতদিন কম ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু দিনে দিনে এর ব্যবহার বাড়ছে। যেমন ঃ মানবাধিকার আইন, নারী অধিকার ইত্যাদি। এখন পর্যন্ত আদালতগুলোতে সর্বোচ্চ মামলা হচ্ছে সম্পত্তি বিষয়ক। কিন্তু অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে আইনের ব্যবহারও বাড়ছে। পাশাপাশি বিশ্ববাণিজ্যে আমাদের অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধির কারণে বাণিজ্য আইন, শিল্প আইন সংক্রান্ত মামলাও হচ্ছে। আমরা জানি মানুষ এখন সহজে সব করতে চায়, কাজ বাড়ছে। তারা সময় বাঁচাতে চায়। কিন্তু কাজও করতে চায়। এর সমাধান কি?'

তিনি বলেন, 'মানুষ সৃষ্টির রহস্যকে আরো ভালভাবে জানতে পারে যদি সে তার মেধার সাথে কমপিউটারের সমন্বয় ঘটায়।

জীবনের মান বাড়াতে হলে আমাদেরকে উন্নত বিশ্বের উন্নতির প্রক্রিয়াকে পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় অংশটুকু অনুসরণ করতে হবে। আমাদের দেশে জনসংখ্যা বাড়ছে। সে অনুপাতে মেধা কমছে কেন সে কারণটি উদ্‌ঘাটিত হওয়ার প্রয়োজন। এ কাজেও কমপিউটার ব্যবহার করা যায়। আদালত কমপিউটারায়ন করা সম্ভব। কতখানি করা সম্ভব তা

আদালতে কমপিউটারায়ন প্রসঙ্গে বিল গেটস এবং তার বাবা

পৃথিবীর বৃহত্তম সফটওয়্যার কোম্পানী মাইক্রোসফটের মালিক বিল গেটস ছোটবেলা থেকেই তার আইনজীবী বাবা দ্বিতীয় উইলিয়াম গেটসের ল'ফার্মে যাতায়াত করতেন। তার বাবা তাকে যত্ন করে আইনের খুঁটিনাটি দিকগুলো সম্পর্কে বলতেন। কারণ বাবার মনে সুপ্ত ইচ্ছে ছিল বিল গেটস বড় হয়ে নামজাদা ব্যারিস্টার হবে।

সে যাক। আইনজীবী না হলেও আইনের প্রতি বিল গেটসের আগ্রহ কমে যায়নি। ১৯৯১ সালের মে মাসে বিল গেটস আইন ব্যবসায় কি ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে তা বোঝার জন্য একটি টীম গঠন করেন। এখানেই শেষ নয় বিল গেটস ব্যক্তিগতভাবে গঠিত টীম এবং মাইক্রোসফট কোম্পানীর আইন বিভাগের জনদেরেল আইনজীবীদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। এভাবে আইনের রাজ্যে ব্যবহারোপযোগী প্রযুক্তি সম্পর্কে তার একটা স্বচ্ছ ধারণা গড়ে উঠল।

তিনি মনে করেন, পৃথিবীর কয়েক লাখ আইনজীবী এখনও তাদের দৈনন্দিন কাজে কমপিউটারের ব্যবহার সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছে না। অধিকাংশই এটি ব্যবহার করাকে কঠিন মনে করে অথবা তারা ভাবছে ভালই তো চলছে।

কিন্তু যারা ব্যবহার করছে তারা বুঝতে পারছে যতটা কঠিন তারা ভেবেছিল এটি ব্যবহার করা অতটা কঠিন নয়। বরং তারা আশ্চর্য হয়ে উপলব্ধি করল কমপিউটার ব্যবহারের ফলে তাদের কর্মদক্ষতা আগের চেয়ে অনেকগুণে বেড়েছে।

মাইক্রোসফট কোম্পানী অনেকগুলো এপ্লিকেশন প্রোগ্রামকে একত্রিত করে এমন একটি প্রোগ্রাম বানানোর চেষ্টা করছে যেটি আইনজীবী ও বিচারকদের একাধিক তথ্য উৎস হতে তথ্য পেতে এবং প্রাপ্ত তথ্যকে নতুন করে বিন্যাস করতে সাহায্য করবে। এমুহূর্তে এমন কোন সফটওয়্যার বা নেটওয়ার্ক নেই।

তবে মেইড ডাটা কোম্পানীর লেক্সিস সার্ভিস যেটা চালু আছে সেটিও কম নয়। একজন আইনজ্ঞ মাইক্রোসফট উইন্ডোজ সফটওয়্যার ব্যবহার করার সময় টাইপ করতে করতে হঠাৎ যদি মনে করে লেক্সিস সার্ভিস থেকে তার কিছু তথ্য নিতে হবে তবে তিনি মেনু থেকে লেক্সিস সিলেক্ট করে তার টাইপ করা টেক্সটের যে বিষয়টি সম্পর্কে বাড়তি তথ্য চান সে বিষয়টি হাইলাইট করলেই প্রাসঙ্গিক তথ্য লেক্সিস সার্ভিস থেকে তার নিজস্ব কমপিউটারে এসে জমা হবে। তার কাজ হবে তখন প্রাপ্ত তথ্যটি 'পেস্ট' করে প্রয়োজনীয় জায়গায় সেটে দেয়া। শুধু তাই নয় ঐ তথ্যটি আলাদাভাবে প্রিন্ট করা যাবে, সংরক্ষণ করা যাবে এবং যে কোন সময় যে কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে। এই যে বিশাল সুবিধা যা একজন আইনজীবীর কাজের ধরন ও মান অনেক উন্নত করেছে তা কমপিউটার না থাকলে চিন্তাও করা যেত না।

আদালতে ভবিষ্যতে কমপিউটার ব্যবহার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ল্যাপটপ ও নোটবুক অতঃপর ফলমডিত্তিক কমপিউটার সিস্টেমের আবিষ্কার আদালতে কমপিউটার ব্যবহার বহুগুণে বাড়াবে। শুধু তাই নয় আমার মনে হয় কমপিউটারের সাথে ভিডিও টেকনোলজি যুক্ত হয়ে ভবিষ্যত আদালতের বিচারের ধরনটাই পালটে দিবে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টা আরো পরিষ্কার হবে।

ধরুন একটি গাড়ী দুর্ঘটনায় পতিত হলো। বিচার চলাকালে ডায়াগ্রাম এঁকে বিষয়টি বোঝানোর পরিবর্তে তখন ফ্লিপ চার্ট ও ম্যাজিক মার্কার ব্যবহার করে ভিডিওর মাধ্যমে কমপিউটার স্ক্রীনে স্থানটি চমৎকারভাবে আদালতে বিচারকের সামনে উপস্থাপন করে অতঃপর কলম দিয়ে কিভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল তা ভাল ভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে।

তিনি বলেন, 'কমপিউটার ব্যবহার করে একজন আইনজীবী যতটা দক্ষতার সাথে তার মক্কেলের সমস্যার সমাধান দিতে পারেন তা অন্য কোনভাবে সম্ভব নয়। এবারে দেখা যাক বিল গেটসের বাবা, যিনি ১৯৫১ সাল থেকে আইন পেশায় নিয়োজিত। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, আমার নিজের টেবিলে কোন কমপিউটার নেই। তবে আমার বাসায় একটি কমপিউটার আছে যেটি শুরুতেআমার স্ত্রী ব্যবহার করতো। এখন আমিও করি।

মুখে মুখে হিসাব না কষে এখানে প্রথমে কমপিউটার আনতে হবে তারপর দেখতে হবে কিভাবে কতটুকু কাজে লাগানো যায়।'

সাবেক এটর্নী জেনারেল ব্যারিস্টার রফিকুল হক বলেন, 'হাইকোর্টে প্রতি সপ্তাহে ১০০০ থেকে ১৫০০ মামলা জমা হচ্ছে এর মধ্যে থেকে ৫০-৬০টি মিমাংসা হচ্ছে। এভাবে সারাদেশের আদালতগুলোতে তিন লাখের অধিক কেস অনিষ্পত্তিকৃত রয়েছে। কোন বছরে কত মামলা জমা হচ্ছে-এর মধ্যে কোন্‌টি জরুরী কোন্‌টা নয় তা নির্ধারণ করার জন্য কমপিউটার জরুরী। তবে আদালতকে সামগ্রিকভাবে কমপিউটারায়নের আগে পুরো প্রক্রিয়াটি পর্যালোচনা করতে হবে। মানব সম্পদ এবং অর্থের মাঝে সমন্বয় ঘটাতে হবে।'

সাংবাদিক অধিকার আদায় মামলাসহ বহু সফল মামলার বিজয়ী সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র এডভোকেট ব্যারিস্টার এ. আর. ইউসুফ বলেন, 'আইন ও বিচার বিভাগকে সামগ্রিকভাবে কমপিউটারায়ন করতে হলে একটি কেন্দ্রীয় ডাটা ব্যাংক তৈরী করতে হবে। আইনজীবীকে বাড়িতে কমপিউটার ব্যবহার করতে হবে। কোর্টে উপস্থিত জজকেও কমপিউটার বুঝতে হবে। এখানেই আমাদের মানব সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তার উপর রয়েছে আর্থিক সীমাবদ্ধতা। আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত পর্যাপ্ত বিচারক নেই, আদালত সংখ্যাও বাড়ানো প্রয়োজন। শুনলে আশ্চর্য হতে হয় এদেশে আদালতগুলোর জন্য পর্যাপ্ত টাইপিষ্ট নেই, নেই টাইপরাইটারও।'

তিনি বলেন, 'এইসব সীমাবদ্ধতা দূর করলে তবেই সম্ভব কমপিউটারায়ন। তবে আমার মনে হয় আদালত কমপিউটারায়ন করার আগের আইনের পরিবর্তন ও সংশোধন হওয়া জরুরী। এই লক্ষ্যে এরশাদের আমলে গুলশানের যে বাড়িতে কাজ শুরু হয়েছিল ক্ষমতাচ্যুতির পর তাকে সেই বাড়িতেই রাখা হয়েছিল। অথচ আমাদের দেশে অনেক আইন রয়েছে যার পরিবর্তন জরুরী। অনেক আইনকে বাদ দিয়ে দেয়া সম্ভব। এগুলোকে আগে চিহ্নিত করতে হবে। তবে হ্যাঁ কমপিউটার ব্যবহারে যথেষ্ট সুবিধা অর্জন সম্ভব যা ম্যানুয়েলে সম্ভব নয়।'

গণফোরাম নেতা ডঃ কামাল হোসেন নিজে কমপিউটার ব্যবহার করছেন। মূলতঃ ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের কাজে তিনি কমপিউটার ব্যবহার করছেন। তিনি মনে করেন সুপ্রীম কোর্টকে কমপিউটারাইজড করা হলে সুবিচার সহজ হবে। একটি ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'একটি মামলার রায় যখন প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে তখন জানা গেল ঐ আইনটির সংশোধনী হয়েছে। এক্ষেত্রে যদি আইন সংরক্ষণে কমপিউটার ব্যবহার করা হতো তবে এমন ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হতো না। আর আমাদের দেশে আইনের সংস্কার হওয়া জরুরী। বিশেষ করে কোম্পানী আইন, ব্যাংকিং আইন। সংস্কারের কাজটিতে কমপিউটারের সর্বোচ্চ ব্যবহার সম্ভব। তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ব্যবহার করতে কমপিউটারে তুলনা হয় না। এটি সময় বাঁচায়, পরিশ্রম কমায়। কিন্তু দেশের আদালত কমপিউটারায়ন করতে হলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা আমাদের নেই। এ ব্যাপারে আমার একটি প্রস্তাব রয়েছে ব্রিটিশ শাসিত থাকার কারণে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের আইনের ধারাগুলো প্রায় একই রকম। এ অবস্থায় যৌথ বিনিয়োগে কোন একটি দেশে একটি কেন্দ্রীয় ডাটা ব্যাংক গড়ে তোলা যেতে পারে। যার সাথে অন্যদের অনলাইন সংযোগ থাকবে। এটি করা গেলে আদালতের কমপিউটারায়নের বাকী কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে।'

সাবেক মন্ত্রী ব্যারিস্টার রাবেয়া ভূঁইয়া বলেন, আদালতে কমপিউটার ব্যবহার করলে মামলা পরিচালনা ও নিষ্পত্তি অনেক সহজ হয়ে যাবে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে মামলার নথি প্রস্তুতি এবং রেফারেন্স রাখার কাজে কমপিউটার ব্যবহার করছেন। তিনি মনে করেন সকলের এটি ব্যবহার করা উচিত।

আদালতে কমপিউটারায়ন প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতির মতামত জানতে চাইলে সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রার গোলাম রসুল সাহেবের মাধ্যমে তিনি জানান এই মুহূর্তে দেশী-বিদেশী কোন পত্রিকাকেই তিনি সাক্ষাতকার দিচ্ছেন না। ব্যারিস্টার গোলাম রসুলও এ প্রসঙ্গে কোন ব্যক্তিগত মত দিতে রাজী হননি।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মির্জা গোলাম হাফিজের সাক্ষাতকার নেয়ার জন্য বারংবার চেষ্টা করেও সফল হওয়া যায়নি তার শারিরীক অসুস্থতা ও ব্যস্ততা উভয় কারণে।

আগামী কোন এক সংখ্যায় এসম্পর্কে প্রশাসনের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের মতামত প্রকাশের ইচ্ছে রইল।

তবে সিলেটে ফেব্রুয়ারী মাসে 'দেশের উন্নয়নে কমপিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় মির্জা গোলাম হাফিজ, মামলা মোকাদ্দমা দ্রুত ও নিরপেক্ষ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিচারক ও আইনজীবীদের মধ্যে ঘনিষ্ট সহযোগিতা ও সমঝোতার পাশাপাশি কমপিউটার প্রযুক্তি প্রয়োগে সমন্বিত উদ্যোগের অপরিহার্যতার কথা উল্লেখ করেন।

আমরা চাই 'সবার জন্য ন্যায়বিচার'। সে বিচার যেন যথাসময়ে সম্পন্ন হয় তা সবাই চায়। মনে রাখতে হবে আগামী প্রজন্মকে বিশ্বের আধুনিক সময়ের স্রোতে তুলে দিতে হলে এবং আমাদের বর্তমান সময়কে আইনের সঠিক শাসনে আবদ্ধ করতে কমপিউটারকে আদালতের কাজে ব্যবহারের বিষয়ে সরকার এবং আইনজীবী উভয়কেই নিবেদিত প্রাণ হতে হবে। এবং এভাবেই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

(কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ তথ্য-উপাত্ত দিয়ে লেখা তৈরীতে সাহায্য করেছেন দৈনিক ইত্তেফাকের জনাব নোমানুল হক এবং ইউসিস-এর জনাব মাহতাবউদ্দিন আহমেদ।)

MAPLE COMPUTERS

WE SERVE QUALITY & THE QUALITY SERVES US

Products available :

* COMPUTER 386 SX / 386 DX / 486 DX2
* HDD 80/120/160/200/250 MB, SEGATE/CONNER
* FDD 3.50" & 5.25", 1.2 & 1.44 MB (TEAC)
* FDD/HDD CONTROLLER & DISPLAY CARD
* FLOPPY DISKETTES 3.50"/5.25", DD & HD
* PRINTER RIBBON EPSON ALL MODELS
* TONAR CARTRIDGE HP BRAND
* DUST COVER FOR COMPUTER & PRINTER
* DISK BANK, CLEANING KIT, MOUSE PAD
* KEYBOARD, MOUSE, DATA SWITCH
* VOLTAGE STABILIZER & U.P.S.
* COMPUTER PAPER & TRACING PAPER

maxell

Seagate

3M

AND MORE OTHER PERIPHERALS AND ACCESSORIES.

COMPUTER HARDWARE SERVICING ## SOFTWARE DEVELOPMENT & DATA ENTRY

Please Contact: 16, Dilkusha C/A, (2nd floor)
Tel : 242131, Fax : 863658

SONY

HOME DELIVERY SERVICE #